যুগান্তর

তারিখ ... 24-SEP-2008

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

আবাসন, একাডেমিক ভবন, পরিবহন, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তীব্র সংকট

খুলনা ব্যুরো

রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত হিসেবে পরিচিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে নানা সমস্যা। আবাসন, একাডেমিক ভবন, পরিবহন, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তীব্র সংকট রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে মাত্র ২০জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫টি স্কুলে ১৬টি ডিসিপ্লিনের অধীনে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বাড়েনি আবাসন সুবিধা ও একাডেমিক ভবন। মাত্র দুটি ছাত্র হল ও একটি একতলা বিশিষ্ট ছাত্রী হল নিয়ে চলছে দেড় যুগের পুরনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন কার্যক্রম। ১৯৯৫ সালে খানজাহান আলী হল এবং ২০০১ সালে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ হল নির্মিত হয়। এই দুটি ছাত্র হলে সর্বমোট ৬৮৮জন ছাত্র আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। যা মোট ছাত্রের মাত্র ১৭ শতাংশ। অবশিষ্ট ছাত্ররা নিয়মিত হল চার্জ পরিশোধ করেও বঞ্চিত হচ্ছে আবাসন সুবিধা থেকে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর থাকতে হচ্ছে বাড়ি ভাড়া করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়াই দুষ্কর। যাও পাওয়া যায়, তার ভাড়া অনেক বেশি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরে থাকতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। এই কারণে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে তাদের পড়াশোনা। ঠিক এমন অভিযোগই করল এখনও আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মোঃ শহীদুল ইসলাম। দীর্ঘদিনের এই আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন গত ১০ বছরেও কোন আবাসিক হল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে চারতলা করার পরিকল্পনা থাকলেও মাত্র তিন তলার পর থমকে যায় আহসান উল্লাহ হলের নির্মাণ কাজ। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা আরও প্রকট। একমাত্র ছাত্রী হলটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এরপর আর কোন নতুন হল তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৩৭৫ জন ছাত্রী আবাসন সুবিধা পেলেও অধিকাংশকে থাকতে হয় মূল ভবনের বাইরে এনেক্স ভবনে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করে। মূল ভবনে আবার ২-৩টি গণরুমেই গাদাগাদি করে থাকতে হয় প্রায় ৫০-৬০ জন ছাত্রীর। এছাড়াও ডাইনিং রুম, অতিথি রুম, টিভি রুমেও থাকে অনেকে। ফলে তাদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া হলগুলোতে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করার অভিযোগও রয়েছে। ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের খাবার হোটেল ও দোকানগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২টি একাডেমিক ভবনের সংকীর্ণ জায়গায় ১৬টি ডিসিপ্লিনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজ-বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রথম একাডেমিক ভবনে এই ডিসিপ্লিনের নামমাত্র অফিস থাকলেও কোন শ্রেণী কক্ষ নেই। ফলে পুরনো মেডিকেল সেন্টারে টিনশেড ও দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবনের ফার্সি ভাষা কোর্সের শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এছাড়া প্রত্যেকটি ডিসিপ্লিনের কক্ষ সংকট রয়েছে। অন্যদিকে কক্ষ সংকটের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাব ও সেমিনার লাইব্রেরি স্থাপন করা যাচ্ছে না। যার দরুন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার দেড় যুগ পার হলেও আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়নি। প্রথম একাডেমিক ভবনের স্বল্প পরিসরে লাইব্রেরির কার্যক্রম চলছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় এখানে যথেষ্ট সংখ্যক বই রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্ গত জুনে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও তৃতীয় একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও নির্মাণ কাজ শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। আর ততদিন ছাত্রছাত্রীদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩শ' জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ১শ' জন শিক্ষা ছুটিতে দেশের বাইরে আছেন। যার দরুন পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তৃরিত না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে অনেকেই মনে করেন।

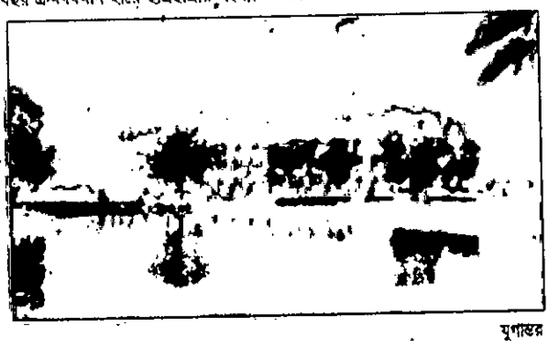

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় — যুগান্তর